শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা বৃদ্ধি এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে
শিক্ষকদের জন্য প্রণীত সহায়ক শিক্ষা-সামগ্রী

আলোর অভিযাত্রা

গণসাক্ষরতা অভিযান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা বৃদ্ধি এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য প্রণীত সহায়ক শিক্ষা-সামগ্রী

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২
ইমেইল: info@campebd.org ওয়েব: www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৮

অক্ষর বিন্যাস
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা ডিপিএড **এক্সপ্রেসিভ আর্ট** তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ, ২০১৫।

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০
ফোন: ০২-৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩, ০১৮১৯২৬৩৪৮১

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত

শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা বৃদ্ধি এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে
শিক্ষকদের জন্য প্রণীত সহায়ক শিক্ষা-সামগ্রী

আলোর অভিযাত্রা

উন্নয়ন

আবু রেজা

উর্মিলা সরকার

সম্পাদনা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অর্চ্চনা সাহা

ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, মানিকগঞ্জ

তপন কুমার দাশ

উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

গণসাক্ষরতা অভিযান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

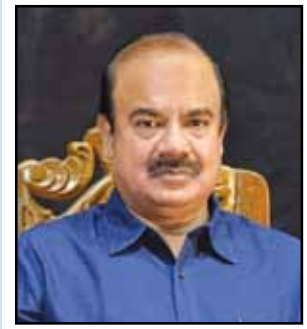

শুভেচ্ছা বাণী

প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে, জেন্ডার সমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হারও কমে এসেছে। তবে এ অবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ২১টি ইউনিয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' ও 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, এসব শিক্ষা-সামগ্রী সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এমন উদ্ভাবনী কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা রইল। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায়ও সরকারি-বেসরকারি পার্টনারশীপে এ ধরনের উদ্যোগ চালু হবে বলে আশা করছি।

এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শুভেচ্ছা বাণী

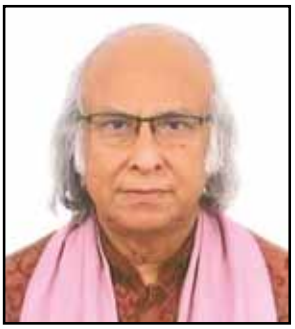

প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুকে ভালো-মন্দ বুঝতে শেখানো, সততা ও নৈতিকতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে এসব উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু কিছু সম্পূরক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকেই সমর্থন অর্জন করেছে।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১টি ইউনিয়নে উপর্যুক্ত লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনার আলোকে বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য অর্জনে এ উপকরণসমূহ সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের যে সকল কর্মকর্তা এই উপকরণসমূহ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে এই উপকরণগুলো ব্যবহৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আশা করি, আগামীতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহায়তায় এ সকল উপকরণ মূলধারার বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
পিকেএসএফ

মুখবন্ধ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১০ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলাদেশের নির্বাচিত ২০২টি ইউনিয়নে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে নানাবিধ কাজ করছে।

এ কর্মসূচির আওতায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে তাদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার সব শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত হয়েছে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প।

শিক্ষা নিয়ে কর্মরত ১৭টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে গণসাক্ষরতা অভিযানের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্প ১ মে ২০১৮ তারিখে শুরু হয়ে পরবর্তী ছয় মাস চলমান থাকবে। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নির্বাচিত ১২টি জেলার ২১টি ইউনিয়নের ৩০০টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই প্রশংসিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' শীর্ষক ৪টি সহায়ক উপকরণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে এসব উপকরণ ব্যবহৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আশা করি, সরকারের সহায়তায় এ উপকরণসমূহ মূলধারার বিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

এ উপকরণসমূহ উন্নয়নে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এ উপকরণসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যেই ভর্তির হার বেড়েছে, ঝরে পড়ার হার কমে এসেছে, সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণও সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য নিরসনসহ সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনও কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়গুলোতে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণসহ সকলকেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের অংশগ্রহণেই নিশ্চিত হতে পারে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা করার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত 'অভিযাত্রা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ১৭টি পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে নির্বাচিত ২১টি ইউনিয়নের ৩২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠনপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযানও নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এতদুদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত সন্নিবেশন করে 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিপদে-আপদে বেঁচে থাকা: শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসিসহ স্থানীয়দের যা জানা দরকার', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন' এবং 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি' শীর্ষক ৪টি উপকরণ পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করি, এসব উপকরণ সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হলে সকলেই উপকৃত হবেন।

এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে এ উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আশা করছি, এ উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির সুফল পৌঁছে যাবে সর্বত্র, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো মূলধারার বিদ্যালয়সমূহে এই অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে যাবে, 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা'র জাতীয় লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে, সফল হবে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

জাতীয় সংগীত

কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোমার মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

[এনসিটিবি'র প্রাথমিক স্তরের আমার বাংলা বই থেকে সংকলিত।]

দৈনিক সমাবেশে ধারাবাহিক কর্মসূচি

দৈনিক সমাবেশ সব ধরনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবশ্যই করণীয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ে সারিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠানের সামনের মাঠে বা খোলা জায়গায় উপস্থিত হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যে কর্মসূচি পালন করে তাই দৈনিক সমাবেশ। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে বিদ্যালয়ের মাঠে এবং বর্ষা মৌসুমে বারান্দায় বা শ্রেণিকক্ষে দৈনিক সমাবেশ আয়োজন করা হয়ে থাকে। সমাবেশে প্রতিষ্ঠানের সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

দৈনিক সমাবেশে ধারাবাহিকভাবে যে কাজগুলো করা হয় তা হলো:

১. জাতীয় পতাকা উত্তোলন

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় সকলে 'সাবধান' অবস্থায় থাকবে। কেউ নড়াচড়া করবে না। প্রধান শিক্ষক বা তার অবর্তমানে একজন সিনিয়র শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। তিনি পতাকা উত্তোলন করে এক পদক্ষেপ পিছনে সরে আসবেন।

২. জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন

সমাবেশ পরিচালনাকারী যখন বলবেন জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করবে- ১, তখন সবাই একসঙ্গে পতাকার উদ্দেশ্যে ডানহাতের আঙুলগুলো সোজা ও একত্র অবস্থায় কপাল বরাবর তুলে ভ্রু স্পর্শ করবে। যখন বলবেন- ২, তখন সবাই হাত নামাবে। এই ১ ও ২-এর মধ্যে তিন থেকে সাত সেকেন্ডের বিরতি থাকবে। সালাম দেওয়ার সময় ডান হাত লম্বাভাবে পূর্ণ-প্রসারিত অবস্থায় (পার্শ্ব দিয়ে) উঠাতে হবে এবং অল্প প্রসারিত অবস্থায় (সামনে দিয়ে) নামাতে হবে।

৩. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ

একজন শিক্ষার্থী 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করবে, সবাই মনোযোগসহ শুনবে। এ সময় সকল শিক্ষার্থী 'আরামে দাঁড়ানো' অবস্থায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে থাকবে। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা থাকলে একইভাবে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেও পাঠ করা হবে।

৪. শপথ গ্রহণ

শপথ গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীরা ডান হাত কাঁধ বরাবর সামনে তুলে 'সাবধান' অবস্থায় দাঁড়াবে। হাতের তালু খোলা, তবে আঙুলগুলো একত্রে থাকবে। একজন শিক্ষার্থী শপথবাক্য পাঠ করবে এবং সকল শিক্ষার্থী সমস্বরে তার সঙ্গে তা পাঠ করবে। আমিন বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একসঙ্গে হাত নামাবে।

(দ্রষ্টব্য: পৃষ্ঠা ১১)

৫. জাতীয় সংগীত

সকলে সমস্বরে তাল ও লয় বজায় রেখে জাতীয় সংগীত গাইবে। এ সময় সকলে 'সাবধান' অবস্থায় থাকবে। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ভালো গাইতে পারে তাদের কয়েকজনকে সামনে এনে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। *(দ্রষ্টব্য: পৃষ্ঠা ৬ ও ১২)*

৬. শ্লোগান

সমাবেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী সমসাময়িক কয়েকটি শ্লোগান পরিচালনাকারী উচ্চস্বরে বলবেন। তাকে অনুসরণ করে সকল শিক্ষার্থী এই শ্লোগান শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চস্বরে বলবে।

(দ্রষ্টব্য: পৃষ্ঠা ১৩)

৭. প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য

প্রধান শিক্ষক বা তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো সিনিয়র শিক্ষক বক্তব্য দেবেন। এই বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একেক দিন শিক্ষক যে কোনো একটি বিষয়ে বক্তব্য দিবেন। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক প্রতিদিন একটি করে নীতি বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করবেন। কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দিবসকে সামনে রেখে ঐ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখবেন। মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরবেন। দেশপ্রেম, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ চর্চা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য দেবেন।

(দ্রষ্টব্য: পৃষ্ঠা ১৬)

৮. শরীর চর্চা

বক্তব্য শেষে শারীরিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে পাঁচ মিনিট শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করাবেন। তবে এমন ধরনের ব্যায়াম করানো যাবে না, যাতে শিক্ষার্থীদের জামা-কাপড়ে ময়লা লাগে কিংবা শিক্ষার্থীরা খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ সময় সাধারণত খালি হাতে করা যায় এমন ব্যায়াম বা শরীর চর্চা করাবেন।

(দ্রষ্টব্য: পৃষ্ঠা ২৩)

৯. সমাবেশ শেষে

শিক্ষার্থীরা পরিচালনাকারীর নির্দেশমতো শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাবে।

দৈনিক সমাবেশে দাঁড়ানোর নিয়ম

দৈনিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকমের সামাজিক গুণাবলি অর্জন করে। শিশুদের দেশাত্মবোধ, ধর্মীয় অনুভূতি, নেতৃত্বদান, শৃঙ্খলাবোধ এবং সুন্দর চরিত্র গঠনে সমাবেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্ববহ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। তারা নেতার প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে।

দৈনিক সমাবেশে শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে জাতীয় পতাকাকে সামনে রেখে শ্রেণি অনুসারে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার শিক্ষার্থীরা সামনে এবং বড়রা ক্রমান্বয়ে পিছনে দাঁড়াবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিমিত জায়গা রেখে দাঁড়াবে, যেন হাত তুলে শপথ নেওয়ার সময় কারো গায়ে হাতের স্পর্শ না লাগে।

দৈনিক সমাবেশসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে অংশগ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে অংশগ্রহণের দুটি নিয়ম আছে। কোনো কোনো সময় শিক্ষার্থীদের লাইন ধরে দাঁড়াতে হয়, আবার কখনো ফাইল আকারে দাঁড়াতে হয়। লাইন ও ফাইলের ধারণা নিম্নরূপ:

১. লাইন

যখন সকলে পাশাপাশি অর্থাৎ একজনের বামে আর একজন, তার বামে আর একজন দাঁড়ায় তখন তাকে লাইন বলে।

২. ফাইল

যখন একজনের পিছনে আর একজন, তার পিছনে আর একজন দাঁড়ায় তখন তাকে ফাইল বলে।

শপথ

সাধু ভাষায়

আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখিব। দেশের প্রতি অনুগত থাকিব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিব। হে প্রভু, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করিতে পারি এবং বাংলাদেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারি। আমিন।

চলিত ভাষায়

আমি শপথ করছি যে, মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব। দেশের প্রতি অনুগত থাকব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকব। হে প্রভু, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করতে পারি এবং বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। আমিন।

(শপথ সাধু অথবা চলিত যে কোনো একটি ভাষায় পাঠ করা যাবে। সাধু ও চলিত ভাষায় মিশ্রণ ঘটানো যাবে না।)

দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সংগীত গাওয়ার নিয়ম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্বকালে অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাঙালির কাছে খুব সমাদৃত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও গণজাগরণমূলক সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাঙালিরা কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল এই গান। রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে দেশপ্রেমের এক আবেগময় প্রকাশ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ গানেই বাঙালি তার চেতনার ভাষা খুঁজে পেয়েছিল, পেয়েছিল স্বাধীনতার প্রেরণা। স্বাধীন বাংলাদেশে তাই এই গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

গভীর অনুভব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইতে হয়- শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে। স্বরলিপি অনুযায়ী গানটি একটানা গেয়ে শেষ করতে হবে। ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো লাইন দুই বার গাওয়া যাবে না। স্বরলিপিতে যেখানে দুই বার গাওয়ার নির্দেশ আছে, শুধু সেটুকুই দুইবার গাইতে হবে। জাতীয় সংগীতে বাণী ভুল করা একেবারেই অনুচিত। তাই এই গানটি মুখস্থ করে নিতে হবে।

জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের সোজা হয়ে ফাইল আকারে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাথা থাকবে অর্ধ-অবনত এবং হাত থাকবে অর্ধ-মুষ্ঠি অবস্থায়। শিক্ষার্থীরা এদিক-ওদিক তাকাবে না।

উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। বিশেষ করে 'বাঁশি', 'আঁচল' শব্দের চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ, 'ফাগুনের' 'ফ' এবং 'দেখেছি', বিছায়েছ' বলতে 'ছ'-এর উচ্চারণে সতর্ক থাকতে হবে।

এটি দাদরা তালের গান। এর লয় হবে মধ্য, অর্থাৎ খুব ধীর বা বেশি দ্রুত লয়ের হবে না।

দৈনিক সমাবেশের জন্য শ্লোগান ও নীতিবাক্য

দৈনিক সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীদের শ্লোগান চর্চা করাতে হবে। একজন শিক্ষার্থী উচ্চস্বরে একটি শিক্ষামূলক শ্লোগান উচ্চারণ করবে, এর পরপরই সব শিক্ষার্থী উচ্চস্বরে শ্লোগানটি এক বা একাধিকবার উচ্চারণ করবে। শিক্ষক আগেই এরকম দশ-বারোটি শ্লোগান ঠিক করে নেবেন। তারপর সারা বছর দৈনিক সমাবেশে শ্লোগানগুলো পর্যায়ক্রমে চর্চা করাবেন। শ্লোগানগুলো বড় কাগজে লিখে বিদ্যালয়ের দেয়ালে টানিয়ে রাখবেন। শিক্ষার্থীরা পড়বে। পরবর্তী বছর আবার এরকম দশ-বারোটি শিক্ষামূলক শ্লোগান ঠিক করে চর্চা করাবেন।

শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি শ্লোগান নিম্নরূপঃ

১। শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা চাই, শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই।

২। শিক্ষার আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো।

৩। শিশুর বয়স পাঁচ হলে, যেতে হবে স্কুলে।

৪। শিক্ষিত কন্যা, শতগুণে ধন্যা।

৫। শিক্ষিত মা একটি সুরভিত ফুল, প্রতি ঘর হবে এক একটি স্কুল।

৬। বই পড়ি, বিশ্বকে জানি।

৭। দিন বদলের বইছে হাওয়া, শিক্ষা আমার প্রথম চাওয়া।

৮। শিক্ষায় অটিজম কোনো বাধা নয়, স্কুলে শিশুরা তার বন্ধু যদি হয়।

৯। শতভাগ ভর্তির হার, বাংলাদেশের অহংকার।

১০। নারী-পুরুষ সবাই সমান, শিক্ষা দিয়ে করব প্রমাণ।

১১। নিয়মিত স্কুলে যাই, আনন্দে সময় কাটাই।

১২। আগে লিখি পড়ি, পরে খেলাধুলা করি।

১৩। বিদ্যালয়ে আসবে যারা, সুখী জীবন গড়বে তারা।

খাদ্য-পুষ্টি বিষয়ক কয়েকটি শ্লোগানঃ

১. শাকসবজি খেলে ভাই, তাতে মোরা শক্তি পাই।

২. মায়ের দেওয়া খাবার খাই, মনের আনন্দে স্কুলে যাই।

৩. বাইরের খোলা খাবার খাব না, অন্যকে খোলা খাবার খেতে নিষেধ করব।

৪. নিয়মিত পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খাব।

৫. বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল/টিফিন বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে খাব।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবেশ সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোগানঃ

১. আমরা স্কুলের মাঠ পরিষ্কার রাখি, যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলি না।

২. হাত ধুয়ে ভাত খাব, পরিপাটি হয়ে স্কুলে যাব।

৩. প্রতি সপ্তাহে নখ কাটব, নিয়মিত চুল কাটব।

৪. খাবারের আগে ও পরে এবং প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করব।

৫. হাঁচি বা কাশি এলে মুখের সামনে হাত বা রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকব।

৬. রাতে খাবারের পর, সকালে নাস্তার পর দাঁত ব্রাশ করব।

৭. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে স্কুলে আসব, পরিপাটি থাকব।

৮. রাস্তা-ঘাটে বা যেখানে-সেখানে কফ-থুথু ফেলব না, অন্যদের ফেলতে নিষেধ করব।

৯. অকারণে পানি অপচয় করব না, পানি নোংরা করব না।

১০. পশু-পাখি আমাদের বন্ধু, ওদের ভালোবাসব।

১১. জীবের প্রতি সদয় হব, গৃহপালিত পশু-পাখির যত্ন নেব।

১২. আমাদের পরিবেশ আমাদের বন্ধু, আমাদের পরিবেশ আমরা রক্ষা করব।

জীবন দক্ষতা সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোগানঃ

১. দল বেঁধে চলার সময় রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটব, অন্যের চলাচলে অসুবিধা করব না।

২. বাড়ির কাজে বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোনসহ সবাইকে সহযোগিতা করব।

৩. আমার মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান দেখাব।

৪. সব সময় হাসি-খুশি থাকব, পরাজয়কে হাসিমুখে মেনে নেব।

৫. সকাল, দুপুর ও রাতে খাবারের পর নিজের প্লেট, গ্লাস নিজে পরিষ্কার করব।

৬. বই, খাতা কিংবা বিদ্যালয়ের দেয়ালে অপ্রয়োজনে দাগ দেব না, কিছু লিখব না।

৭. পড়ার সময় নষ্ট করে মোবাইল ফোনে গেম খেলব না।

৮. মোবাইল ফোনে কথা সংক্ষেপে বলব।

৯. হাঁটা-চলা অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলব না।

প্রধান শিক্ষক দৈনিক সমাবেশে প্রতিদিন একটি করে নীতিবাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করবেন। এরকম কয়েকটি নীতিবাক্য নিম্নরূপঃ

১. সদা সত্য কথা বলব, কখনো মিথ্যা বলব না।

২. সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

৩. ন্যায়ের পথে চলব, কখনো অন্যায় করব না।

৪. সকলের উপকার করব, কারো অনিষ্ট করব না।

৫. একসঙ্গে করি কাজ, হারি-জিতি নাই লাজ।

৬. দশের লাঠি একের বোঝা।

৭. একতাই বল।

৮. ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

৯. বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি।

১০. কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হব।

১১. বড়দের সম্মান করব, ছোটদের স্নেহ করব।

১২. প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব।

১৩. সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

১৪. শিক্ষকদের সম্মান করব, তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলব।

১৫. পিতা-মাতার কথা শুনব, তাঁদের সেবা করব।

দৈনিক সমাবেশে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যের বিষয়াবলি

প্রতিদিন প্রয়োজন বোধে দৈনিক সমাবেশে প্রধান শিক্ষকের বক্তৃতা করার বিধান রয়েছে। তিনি নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জানতে পারবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশেও প্রধান শিক্ষকের বক্তৃতা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রধান শিক্ষক ইচ্ছা করলে দৈনিক সমাবেশে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। তবে প্রতিদিন একটির বেশি নয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

সব জায়গায় জীবাণু ছড়িয়ে আছে। প্রতিদিন আমাদের অনেক কিছু ধরতে হয়। যেমন- দরজার হাতল, টেবিল, চেয়ার, টয়লেটের জিনিসপত্র ইত্যাদি। এগুলো থেকে আমাদের শরীরে রোগজীবাণু ছড়ায়। কিন্তু আমরা কোনো কিছু না ধরে তো আর থাকতে পারি না। হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে জীবাণু এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পোকামাকড় যেমন- মশা, মাছি ইত্যাদিও রোগ জীবাণু ছড়ায়। রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো রোগ জীবাণু যাতে বেশি না ছড়ায় সে ব্যবস্থা নেওয়া। এটা বন্ধ করা গেলে রোগ থেকে বাঁচার উপায় পাওয়া যায়।

শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করতে হবে এবং রোজ সাবান দিয়ে পরিষ্কার পানিতে গোসল করতে হবে। নিয়মিত জামাকাপড় পরিষ্কার করতে হবে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য সব সময় ত্বক, চুল, নখ, চোখ এবং কানের যত্ন নিতে হবে। যথাযথভাবে নখ ও চুল কাটতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায়, স্কুলে যাওয়ার আগে ও স্কুল থেকে ফিরে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে হাত-মুখ ধুতে হবে।

হাত ধোয়া

অপরিষ্কার হাত দিয়ে মুখ, চোখ এবং নাক ধরলে আমাদের দেহে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। অপরিষ্কার হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরলে তাতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিষ্কার পানিতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, রোগ থেকে বাঁচার সহজ এবং সবচেয়ে ভালো উপায়। খাওয়ার আগে, খাবার তৈরির আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর অবশ্যই সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। যিনি খাবার পরিবেশন করবেন তাকেও খাবার পরিবেশনের আগে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

নিরাপদ পানি ব্যবহার করব

দূষিত পানি আমাদের রোগ সৃষ্টি করে। রোগ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের নিরাপদ পানি প্রয়োজন। পানি পান, রান্না, খাদ্য তৈরি এবং গোসলের জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে। নিরাপদ পানি আমাদের শরীরকে সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। জীবাণু থেকে আমাদের দূরে এবং সুস্থ রাখে। বিদ্যালয়ে টিউবওয়েলের পানি অথবা ফিল্টার করা পানি পান করবে। প্রয়োজনে বাড়ি থেকে নিরাপদ পানি নিয়ে আসবে।

পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা

জীবাণুর বিস্তার রোধ করতে আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। সাবান ও পানি দিয়ে নিয়মিত ধোয়া-মোছা করে জিনিসপত্র থেকে জীবাণু দূর করা যায়। বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি মুছে এবং মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরের আবর্জনা, কলার খোসা এবং কাগজের টুকরো ডাস্টবিন অথবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। মলমূত্র থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য সঠিকভাবে টয়লেট ব্যবহার করতে হবে।

বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ অন্তত সপ্তাহে তিন দিন ঝাড় দিতে হবে। প্রতি শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে এ দায়িত্ব পালন করবে। সপ্তাহে অন্তত একদিন পুরো বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে। এ কাজে সবাই অংশগ্রহণ করবে। সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখবে। ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার রাখবে। চক-ডাস্টার নষ্ট করবে না। শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে বাইরে যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলবে না। বাগানে ফুলগাছের যত্ন নেবে। বিদ্যালয়ে খেলাধুলার মাঠ পরিষ্কার রাখবে এবং খেলাধুলার উপকরণের যত্ন নেবে।

পায়খানা ব্যবহার ও পরিচ্ছন্নতা

- পায়খানা ব্যবহার করার পর অবশ্যই বেশি করে পানি ঢেলে দিতে হবে। পরিষ্কার করতে হবে।
- পায়খানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করতে হবে এবং পায়খানা থেকে বের হওয়ার পরও দরজা বন্ধ রাখতে হবে।
- পায়খানায় বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা থাকলে পায়খানা থেকে বের হয়ে বাতি নিভিয়ে দিতে হবে।
- পায়খানায় টিস্যু, কাগজ, ময়লা-আবর্জনা বা অন্য কোনো জিনিস ফেলা যাবে না। টিস্যু বা অন্য কেনো জিনিস পায়খানায় রাখা ঝুড়িতে ফেলতে হবে।
- প্রতি সপ্তাহে দুই বার পায়খানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য নির্দিষ্ট লোক না থাকলে শিক্ষকের নেতৃত্বে দপ্তরি ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একাধিক দল থাকবে। প্রতিটি দল পর্যায়ক্রমে টয়লেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে।

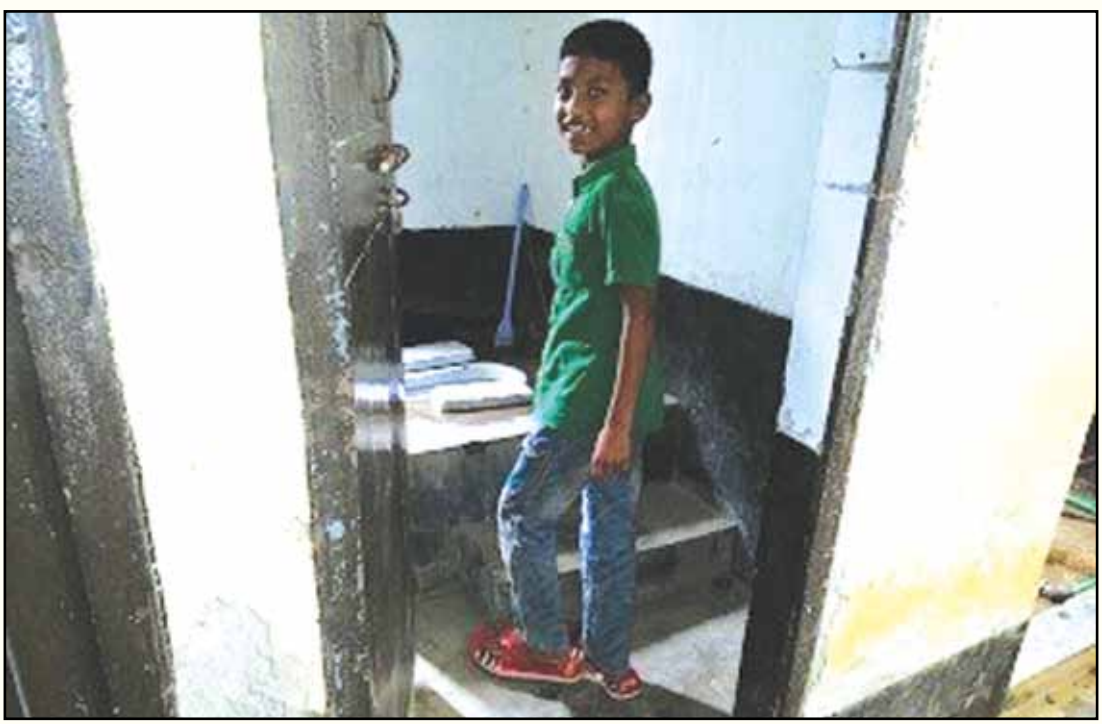

বিদ্যালয়ের সম্পদ সংরক্ষণ

বিদ্যালয়ের ভবন, শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট, দেয়াল, গেট সব কিছু বিদ্যালয়ের সম্পদ। শ্রেণিকক্ষে আছে বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, চক-ডাস্টার, এসবও বিদ্যালয়ের সম্পদ। এছাড়া আছে লাইব্রেরি, অফিস কক্ষ, শিক্ষকদের কক্ষ ইত্যাদি। এসব সম্পদ দেখভাল করতে হয়। এসব সম্পদের যত্ন নেওয়াকেই সংরক্ষণ বলে।

বিদ্যালয়ের সব সম্পদ সকল শিক্ষার্থীর, সকল শিক্ষকের। বিদ্যালয় সমাজের সম্পদ। তাই বিদ্যালয়ের সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব তোমার, আমার, সকলের। তাই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের স্কুলের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সদা-সতর্ক ও তৎপর থাকতে হবে।

নিজের কাজ নিজে করা

নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে। নিজের কাজ নিজে করতে কোনো লজ্জা নেই। শিক্ষার্থীরা নিজের বই-খাতা, জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখবে। নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষ ও ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করবে। প্রয়োজনে বাড়ির অন্যান্য কাজেও সহায়তা করবে। ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করবে। ঘরের আশেপাশে গাছ লাগাবে। গাছের যত্ন নেবে। অনেক পরিবারে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকে না। পরিবারের জন্য খাবার পানি সংগ্রহ করতে সহায়তা করবে।

মা-বাবার বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা

শিক্ষার্থীদের প্রধান কাজ লেখাপড়া হলেও মা-বাবার বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে হবে। বাবার সঙ্গে কৃষিকাজ বা অন্য কোনো কাজে সহায়তা করা ছেলে-মেয়েদের দায়িত্ব। মাকেও গৃহস্থালী কাজে বা বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষে সহায়তা করতে হবে। এছাড়াও বাড়িতে নানা কাজে বাবা-মাকে সহায়তা করবে।

গুরুজনকে সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা

বড়দের সম্মান করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও সম্মান করতে হবে। বাড়িতে ছোট ভাই-বোনদের স্নেহ করবে। তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে হবে। তাদের নিয়ে একসঙ্গে খেলাধুলা করতে হবে। তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখা উচিত। ছোট-বড় সকলের সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করতে হবে।

ভালো মানুষ, ভালো কাজ, ভালো আচরণ

ভালো মানুষ ভালো কাজ করেন। ভালো মানুষ সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। কারো ক্ষতি করেন না, বরং পারলে উপকার করেন। ছোটদের স্নেহ করেন। বড়দের সম্মান করেন। নিয়ম মেনে চলেন। সত্যি কথা বলেন। সৎ জীবন যাপন করেন। কোনো মানুষকে কথা দিলে তা রক্ষা করেন। ভালো মানুষকে সবাই ভালোবাসে। সবাইকে ভালো মানুষ হতে হবে, ভালো কাজ করতে হবে। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাহলে সবাই আমাদের ভালোবাসবে।

পরোপকার

অন্যের উপকার করার নামই পরোপকার। অন্যের উপকার করলে ভালো লাগে। আমরা সবাই অন্যের উপকার করব। একে অন্যের লেখাপড়ায় সহায়তাও এক ধরনের পরোপকার। নানা কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে পরোপকার করা যায়। এর মধ্যে আছে অসহায়কে সাহায্য করা। যেমন- বৃদ্ধ বা প্রতিবন্ধীকে রাস্তা পারাপারে সহায়তা করা যায়। পাড়া-পড়শিদের বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পরোপকার করা যায়। সকল ভালো কাজের সেরা হলো পরোপকার।

শিক্ষার্থীদের শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবলে হবে না। সকলের মঙ্গলের কথা ভাবতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে হবে। সাহায্য চাইতে আসা মানুষকে সম্ভব হলে খাবার ও কাপড়চোপড় দিয়ে, টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে ভালো আচরণ

বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে সবসময় ভালো আচরণ করবে। একসঙ্গে মিলেমিশে লেখাপড়া করবে। লেখাপড়ায় একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করবে। যে পিছিয়ে আছে তাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। একসঙ্গে সবাই মিলেমিশে খেলাধুলা করবে। খেয়াল রাখবে যেন সবাই খেলার সুযোগ পায়। পাড়ার সবাই দল বেঁধে একসঙ্গে বিদ্যালয়ে আসবে।

নিয়মিত লেখাপড়া করা

শিক্ষার্থীদের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা। এই কাজটি তাদের নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসতে হবে। শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করতে হবে। পড়া না বুঝলে শিক্ষকদের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। বাড়ির কাজ দেওয়া থাকলে তা করে আনতে হবে। নিয়মিত পড়া শিখে আসতে হবে। বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে নিয়মিত চর্চা করতে হবে। বাড়িতে লেখাপড়ার সময়ে প্রয়োজনে বড়দের সহায়তা নিতে হবে।

খোলা খাবার স্বাস্থ্যকর নয়

হাট-বাজারে, বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে অনেক খোলা খাবার বিক্রি হয়। এসব খাবারে ধুলাবালি পড়ে, মাছি বসে। এসব খাবার খেলে বমি, ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগ, জন্ডিসসহ নানান রোগ হতে পারে। খোলা খাবার স্বাস্থ্যকর নয়। তাই এসব খাবার না খাওয়াই উচিত। প্রয়োজন হলে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসতে হবে।

সমাজে মিলেমিশে থাকা

সমাজে আমরা নানা শ্রেণি-পেশার ও নানা ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করি। এর মধ্যে নারী আছে, পুরুষ আছে। শিশু আছে, বৃদ্ধ আছে। সবাই মানুষ। সবাইকে সমান চোখে দেখা উচিত। সমাজে সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। একে অন্যের পেশার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমাজে সকল পেশার মানুষের সমান গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে। তাই সমাজে সবাই মিলেমিশে থাকতে হবে। তাহলেই সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পরিহার

বিদ্যালয়ের বাইরে বা বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে কেউ ডাকলে বা সঙ্গে কোথাও যেতে বললে তার সঙ্গে যাওয়া যাবে না। অপরিচিত কেউ কিছু খেতে দিলে তা খাবে না। এ রকম ঘটনা ঘটলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের জানাতে হবে। কেননা, এভাবে প্রলোভন দেখিয়ে ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। তারপর হয় বিদেশে পাচার করে, না হয় অসৎ কোনো কাজে নিয়োজিত করে। তাই এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

শান্তি ও মূল্যবোধ চর্চা

মূল্যবোধ হলো মানুষের নৈতিক গুণাবলি। যেমন- সততা, নম্রতা, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে সততা থাকলে মানুষ সত্য কথা বলে, সৎ জীবন যাপন করে। এমন মানুষকে সবাই ভালোবাসে। নম্রতা থাকলে মানুষ বিনয়ী হয়, অপরকে শ্রদ্ধা করে। শৃঙ্খলা থাকলে মানুষ নিয়ম মেনে চলে, সঠিক আচরণ করে। এতে সমাজে শান্তি থাকে। এসব গুণাবলী যাদের আছে তারাই মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষকে সবাই ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। সমাজে সকল মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এজন্য মূল্যবোধের চর্চা করা প্রয়োজন।

মোবাইল ফোন ব্যবহার সীমিতকরণ

মোবাইল ফোন এখন প্রায় সবার হাতে হাতে। ছোটরাও অনেক সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। মোবাইল ফোনে গেম খেলে। এতে পড়ার সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া অনেক বেশি সময় ধরে গেম খেললে চোখের ক্ষতি হতে পারে। ছোটরা যাতে মোবাইল ফোন কম ব্যবহার করতে পারে, সেদিকে মা-বাবা, শিক্ষক ও অন্যান্যদের খেয়াল রাখা উচিত। এজন্য তাদের নিরুৎসাহিত করতে হবে। আবার এর বিকল্পে তাদের জন্য খেলাধুলা, গল্পের বই ও চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষকদের যা যা জানা এবং করা দরকার

শুদ্ধাচার

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। এজন্য যা করা প্রয়োজন :

- শিক্ষার্থীরা সদা সত্য কথা বলবে। এ জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সত্য কথা বলতে হবে। শুধু উপদেশ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সত্যবাদী বানানো যাবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সব কাজে সব সময় সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে।
- ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোবাইল ফোন দিয়ে গেম খেলা ও ইন্টারনেট দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মোবাইল ব্যবহার সীমিত করতে হবে। শিক্ষকদেরও শ্রেণিকক্ষে পাঠ-পরিচালনায় সময় মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অনেক শিশুই টিভি দেখায় আসক্ত হয়ে পড়ে। বাড়িতে তো টিভি দেখেই, স্কুলে যাওয়া-আসার পথে চায়ের দোকানে টিভি দেখতে বসে যায়। টিভি দেখা সীমিত করতে হবে। লেখাপড়া আর স্কুল সময়ের ফাঁকে সীমিত সময়ে নির্দিষ্ট কিছু শিশুতোষ অনুষ্ঠান দেখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারেন।
- বিদ্যালয়ে বা আসা-যাওয়ার পথে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু কুড়িয়ে পায়। শিক্ষার্থীদের বলতে হবে, বিদ্যালয়ে কোনো কিছু কুড়িয়ে পেলে প্রধান শিক্ষকের কাছে এবং আসা-যাওয়ার পথে কোনো কিছু পেলে অভিভাবকের কাছে জমা দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, কুড়িয়ে পাওয়া কোনো জিনিস নিজের নয়। ওই জিনিস প্রকৃত মালিককে পৌঁছে দিতে হবে।

গল্প/ঘটনা বলা

শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক গল্প, বাস্তব ঘটনা বা মনীষীদের জীবনের ঘটনা বলতে হবে। সেই সঙ্গে গল্প বা ঘটনার শিক্ষণীয় দিকটিও শিক্ষার্থীদের বলতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষণীয় দিকটি আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষক পাঠ্যবই বা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সহায়ক বই বা অন্য কোনো সূত্র থেকে এসব গল্প/ঘটনা সংগ্রহ করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখানো

যার স্বপ্ন যত বড়, জীবনে সে তত বড় হবে। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে– এমন স্বপ্ন দেখাতে হবে। অনেক বড় হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের বড় বড় মানুষের জীবনের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা শোনাতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সভ্যতার উন্নয়নে তাদের অবদান তুলে ধরতে হবে। আজ যে শিশু আগামী দিন তারাই হয়ে উঠতে পারে স্মরণীয়-বরণীয়– এমন স্বপ্ন শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে।

মেয়েদের বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধা

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাদের বিশেষ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে রাখা জরুরি। এজন্য মেয়েদের আলাদা প্রসাধন-কক্ষ ও টয়লেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এসব তথ্য ও মেয়েদের বিশেষ সময়ের স্বাস্থ্যবার্তা জানানোর জন্য শুধু মেয়েদের নিয়ে আলাদা আলোচনা করতে হবে। নারী শিক্ষক এসব বিষয়ে আলোচনা করবেন।

দৈনিক সমাবেশে খালি হাতে ব্যায়াম বা শরীর চর্চা

ব্যায়াম মানুষের মন ও শরীর সুস্থ রাখে। সরঞ্জামবিহীন বা ছোট ছোট সরঞ্জামের সাহায্যে প্রায় একই স্থানে অবস্থান করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যে ব্যায়াম করা হয় তাকে মুক্তহস্ত বা খালি হাতে ব্যায়াম বলে। শরীরের প্রধান অঙ্গ, যেমন- হাত, পা, পিঠ, বুক, তলপেট, মাথা, ঘাড়, কাঁধ ইত্যাদিকে কর্মক্ষম ও উপযুক্ত রাখার জন্য এই শরীর চর্চা করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা এই ব্যায়াম অনুশীলন করলে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং শরীর ও মন সুস্থ থাকবে। শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো শিক্ষক নিচের ব্যায়ামগুলো অনুশীলন করাতে পারেন।

১. পায়ের ব্যায়াম

- শিক্ষার্থীরা পা কিছুটা ফাঁক করে কোমরে দুই হাত দিয়ে দাঁড়াবে। এবার পা দুটো সামনে-পিছনে নিয়ে লাফ দিবে। এভাবে বেশ কয়েকবার বাঁশির সাহায্যে তালে তালে ব্যায়ামটি অনুশীলন করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াবে। দুই পা পাশে ফাঁক করে পরে একত্র করে লাফাবে। বাঁশির সাহায্যে বা সংখ্যা দিয়ে তালে তালে ব্যায়ামটি অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এবার দুই পা একত্র করে উপরে লাফ দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বুকের সঙ্গে মিলানোর চেষ্টা করবে। এভাবে এই ব্যায়ামটি তিন/চার বার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এবার বাম-ডান করে পা উঠা-নামা করবে। এবাবে বাঁশির সাহায্যে তালে তালে ব্যায়ামটি অনুশীলন করাতে হবে।

২. বাহু ও কাঁধের ব্যায়াম

- শিক্ষার্থীরা পা কিছুটা ফাঁক করে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে হাতের আঙুলগুলো কাঁধের উপরে রাখবে। এবার ডান হাত কাঁধ বরাবর সোজা করবে, আবার ভাঁজ করে কাঁধে আঙুল রাখবে। এভাবে ডান হাতের পর বাম হাতের ব্যায়াম অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়াবে। এবার ডান হাত মাথার উপরে নিবে, পরে বাম হাত মাথার উপরে নিয়ে তালি দিবে এবং ডান হাত নিচে নিয়ে আসবে। এই ব্যায়ামটি বাঁশির সাহায্যে তালে তালে অনুশীলন করানো যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়াবে। এবার দুই হাত একত্রে মাথার উপরে নিয়ে তালি দিবে এবং নামিয়ে আনবে। এই ব্যায়ামটি বাঁশির সাহায্যে তালে তালে কয়েক বারে অনুশীলন করানো যায়।
- শিক্ষার্থীরা পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়াবে। এবার দুই হাত সামনে কাঁধ বরাবর সোজা করবে এবং নিচে নামিয়ে আনবে। এই ব্যায়ামটি বাঁশির সাহায্যে কয়েকবার তালে তালে অনুশীলন করাবেন।

৩. মাথা ও ঘাড়ের ব্যায়াম

- শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা সামনে ও পিছনে ঝোঁকাবে। এভাবে ব্যায়ামটি কয়েকবার অনুশীলন করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা হাত কোমরে রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়াবে। ঘাড় ও মাথাসহ শরীরের উপরের অংশ তালে তালে বামে ও ডানে ঘুরাবে। এভাবে ব্যায়ামটি কয়েকবার অনুশীলন করাবেন।

- শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বামে ও ডানে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘাড়ের পিছনের অংশ দেখার চেষ্টা করবে। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত বুকের কাছে নিয়ে এবার হাতের কনুই সোজা রেখে বাম হাত যতদুর সম্ভব পিছনে নেবে। একই সঙ্গে ঘাড় ডানদিকে ঘুরিয়ে ঘাড়ের পিছনের দিক দেখতে চেষ্টা করবে। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করানো যেতে পারে।

৪. সমন্বয়মূলক ব্যায়াম

- শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দুই পা ফাঁক করে এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর তুলে বাঁশির সাহায্যে তালে তালে লাফাতে থাকবে।
- শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দুই পা ফাঁক করে এই দুই হাত মাথার উপরে তুলে তালি দিয়ে তালে তালে লাফাতে থাকবে। এটি বাঁশির সাহায্যে করা যায়।
- শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এবার বাঁশির সাহায্যে তালে তালে হাঁটুর নিচে ও মাথার-উপরে হাততালি দিয়ে ব্যায়ামটি অনুশীলন করানো যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োগযোগ্য কয়েকটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ

অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে নানা ধরনের উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সকল বিদ্যালয়েই অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

মহানুভবতার দেয়াল

বিদ্যালয়ে একটি বক্স থাকবে। সেই বক্সে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়তি জিনিস রেখে দেবে। এটা হতে পারে বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, পোশাক, খেলনা যা অন্য কোনো জিনিস। জিনিসগুলো অব্যবহৃত, স্বল্প ব্যবহৃত বা ব্যবহৃত হতে পারে। সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন মতো জিনিস এই বক্স থেকে নিতে পারবে। এভাবে সবাই একে অন্যের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসতে পারবে।

সততার দোকান

বিদ্যালয়ে একটি দোকান থাকবে। যেখানে সব পণ্য বিশেষত খাতা, কলম, পেন্সিল, শার্পনার, ইরেজার ইত্যাদি সাজানো থাকবে। প্রতিটি পণ্যের দাম লেখা থাকবে। কিন্তু কোনো বিক্রেতা থাকবে না। শিক্ষার্থীরা চাহিদামতো পণ্য নিয়ে মূল্য যথাস্থানে রেখে যাবে। এ নিয়মেই চলবে সততার দোকান। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সততার অনুশীলন করবে।

পুরানো খেলনা সংগ্রহ ও ব্যবহার

শিক্ষক শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও স্থানীয় দানশীল ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের থেকে নতুন/পুরাতন খেলনা সংগ্রহ করতে পারেন। এগুলো শিশুশ্রেণির জন্য নির্ধারিত খেলার কর্নারে রাখতে পারেন। এতে শিশুশ্রেণির শিক্ষার্থীদের খেলনার অভাব পূরণ হবে। অপেক্ষাকৃত বড় শিক্ষার্থীদের উপযোগী খেলনা পেলে তাও শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার কাজে লাগবে। এভাবে হয়ত বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সরঞ্জামের বড় ভাণ্ডার গড়ে উঠতে পারে।

পোশাক ব্যাংক/পুরাতন কাপড় সংগ্রহ ও বিতরণ

শিক্ষকরা স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও বিদ্যালয়ের আশেপাশের এলাকার অবস্থাপন্ন পরিবারের কাছ থেকে নতুন/পুরাতন পোশাক সংগ্রহ করতে পারেন। এভাবে হয়ত তারা বিদ্যালয়ে একটি 'পোশাক ব্যাংক' গড়ে তুলতে পারেন। এসব কাপড় যাদের চাহিদা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। পোশাকের সংখ্যা বেশি হলে তা পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিতরণ করা যেতে পারে।

লস্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স

বিদ্যালয়ে একটি লস্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স থাকবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীরা কোনো জিনিস কুড়িয়ে পেলে তা সেই বক্সে জমা রাখবে। জিনিসটি যার সে বক্স থেকে তা নিয়ে নেবে।

অভিযোগ/পরামর্শ বাক্স

বিদ্যালয়ে একটি অভিযোগ বাক্স থাকবে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বা কোনো শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা অন্য কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা লিখে এই বাক্সে ফেলবে। প্রতি সপ্তাহে একবার অভিযোগ (যদি থাকে) সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অভিভাবকও বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট যে কোনো অভিযোগ বা পরামর্শ এই বাক্সে দাখিল করতে পারেন।

স্বাস্থ্য কর্নার

বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে পারে স্বাস্থ্য কর্নার। সেখানে থাকবে আয়না, চিরুনি, নেইল কাটার ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা যেন প্রয়োজনে এখানে এসে চুল আঁচড়াতে পারে, নখ কাটতে পার। স্বাস্থ্য কর্নারে আরো থাকতে পারে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স। এতে থাকবে ডেটল/স্যাভলন, তুলা, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি, আর কিছু খাবার স্যালাইন।

রঙিন স্কুল, রঙিন স্বপ্ন

বিদ্যালয় ভবন হবে রঙিন। বিদ্যালয় ভবনের দেয়াল মানচিত্র, মনীষীদের ছবি, শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজাতে হবে। এমনকি শ্রেণিকক্ষও থাকবে সুসজ্জিত। বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক ও শিশুশ্রেণির কক্ষ অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে। রঙিন শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থীদের রঙিন স্বপ্ন দেখাবে।

আমাদের লেখা আমাদের আঁকা (দেয়াল পত্রিকা)

বিদ্যালয়ে শিশুদের সৃজনশীল লেখার চর্চা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট ছড়া, কবিতা ও গল্প লেখা শেখাতে হবে। প্রাত্যহিক পাঠ পরিকল্পনাকালে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকা ও ছবিভিত্তিক লেখা তৈরির চর্চা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের লেখা ছড়া-কবিতা-গল্প ও আঁকা ছবি দিয়ে দুই মাস বা তিন মাস অন্তর অন্তর একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা যেতে পারে। এসব নিয়ে বার্ষিক প্রদর্শনী ও মেলার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

বিদ্যালয়ের প্রথম দিবসে প্রোফাইল কার্ড তৈরি

প্রতি বছর বিদ্যালয়ের প্রথম দিবসে বিশেষ কিছু কাজ করা যেতে পারে। এদিন প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিতে হবে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় ও আলাপ-পরিচয়ের পর সকল শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এসব তথ্যের মধ্যে থাকবে লেখাপড়ার পাশাপাশি আর কী কী কাজ করতে শিক্ষার্থী আগ্রহী, শিক্ষার্থীদের কার জন্ম দিন কবে, তাদের ওজন ও উচ্চতা, তাদের শখ ইত্যাদি। একটি ছকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের রুটিন বা ডায়রিতে লিখে রাখা যেতে পারে। এসব তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের তথ্যকার্ড তৈরি করা যেতে পারে। তার একটা ছোট ছবিও এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

সামাজিক দল গঠন

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একাধিক সামাজিক দল গঠন করা যেতে পারে। যেমন- পরিবেশ ফোরাম, ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের দল, সাজ-সজ্জার দল, পরিচ্ছন্নতা দল, স্বেচ্ছাসেবী দল ইত্যাদি। একেকটি দলের কাজ হবে একেক রকম। তবে প্রতিটি দলের কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে। যেমন- বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার করা, বিদ্যালয়ের আশেপাশের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাজ-সজ্জার দায়িত্ব পালন, ভলান্টিয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন ইত্যাদি। তবে প্রতি তিন মাস পরপর প্রতিটি দলের দায়িত্ব পরিবর্তন করে দিতে হবে। এভাবে সবাই বিদ্যালয় ও সমাজের বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব পালন করতে শিখবে।

নেতৃত্ব বিকাশের উদ্যোগ

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ৫-৬টি দলে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি দলে আলাদা আলাদা দায়িত্ব ও কাজ দিতে হবে। প্রতিটি দলে ১/২ জন দলনেতা থাকবে। নির্দিষ্ট সময় পরপর অথবা নতুন কোনো দায়িত্ব দেওয়ার সময় দলনেতা পরিবর্তন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকে যেন পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলভিত্তিক বসবে, দলীয়ভাবে লেখাপড়া করবে। তারা দলীয়ভাবে প্রকল্পভিত্তিক কাজ করবে। এছাড়াও প্রত্যেক শ্রেণিতে একজন নেতা থাকবে আবার দলভিত্তিকও নেতা থাকবে। পর্যায়ক্রমে সকলকে নেতার দায়িত্ব দিতে হবে। এভাবে সকলের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা বিকশিত হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিটি দেশ ও জাতির জীবনে কতগুলো বিশেষ বিশেষ দিন থাকে, যার মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিশেষ দিনগুলোকে স্মরণীয় রাখতে সেগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে এবং জাতীয় জীবনে তার প্রভাব ধরে রাখার জন্য যথাযথ মর্যাদায় দিবসগুলো পালন করা দরকার। কেননা, বিভিন্ন দিবস পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির গৌরব ও বীরত্বগাথা শুনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়, দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখে এবং দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে গড়ে ওঠে। বাঙালিদের তথা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনেও এমন কিছু দিবস রয়েছে। আছে কিছু আন্তর্জাতিক দিবস। তাই প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সহকারী শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এই দিবসগুলো পালন করার উদ্যোগ নেবেন।

বিদ্যালয়ে যে সকল দিবস পালন করা যেতে পারে:

- বই বিতরণ উৎসব (১ জানুয়ারি)
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি)
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)
- জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনকের জন্মদিন (১৭ মার্চ)
- স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ)
- বাংলা নববর্ষ (১ বৈশাখ)
- কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন (৭ মে)
- কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন (১৪ মে)
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন)
- জাতীয় শোক দিবস (১৫ আগস্ট)
- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর)
- মিনা দিবস (২৮ সেপ্টেম্বর)
- শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস (১৪ ডিসেম্বর)
- বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর)
- বিশ্ব বই দিবস
- বিশ্ব মা দিবস
- বিশ্ব বাবা দিবস
- বিশ্ব শিশু দিবস

এছাড়াও শিক্ষা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দিবসও বিদ্যালয়ে পালন করতে হবে। সকল দিবস হয়ত আনুষ্ঠনিক বা আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তথাপি সংশ্লিষ্ট দিবস উপলক্ষে দৈনিক সমাবেশে, শ্রেণিকক্ষে বা বড় একটি রুমে সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একত্রিত করে দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এসব আলোচনায় মাঝে মাঝে এলাকার গণ্যমান্য ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান

সহায়তায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন